মারা গেছেন এক ইনিংসে ৪২৮ রান করা সেই ক্রিকেটার

টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে ৪০০’রও বেশি রান করে ইতিহাস গড়েছেন মাত্র দুজন তারকা। দুজনই পাকিস্তানি- হানিফ মোহাম্মদ এবং আফতাব বালুচ।

যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নয়। তাদের রেকর্ডটি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে।

সেই দুই পাকিস্তানি ক্রিকেটারের একজন আফতাব বালুচ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন পরকালীন জগতে। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) বরাতে আফতাব বালুচের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইএসপিএন ক্রিকইনফো।

এক শোকবার্তায় পিসিবির চেয়ারম্যান রমিজ রাজা বলেছেন, ‘আফতাব বালুচের মৃত্যুর খবর শুনে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমি যখন ক্রিকেটে বেড়ে উঠছিলাম, তখন আফতাব বালুচ ছিলেন অনেক বেশি জনপ্রিয় ক্রিকেটার। শুধু একাই আমি তাকে দেখে বড় হইনি, তার শেষ বেলায় তার বিপক্ষে খেলেছিলামও।’

১৯৭৩-৭৪ সালে কায়েদ-ই আজম ট্রফিতে এক ইনিংসে একাই ৪২৮ রানের বিশাল এক ইনিংস খেলেছিলেন আফতাব।করাচিতে সিন্ধ প্রদেশের হয়ে ইনিংসটি খেলেছিলেন বেলুচিস্তানের বিপক্ষে। ওই ম্যাচে অধিনায়কত্বও করেন তিনি। তরুণ জাভেদ মিয়াঁদাদের সঙ্গে ১৭৪ রানের জুট গড়েছিলেন আফতাব। জাভেদ মিয়াঁদাদের ৮ম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ ছিল সেটি।

আফতাবের ৪২৮ রানে ভর করে সিন্ধ প্রদেশ ওই ম্যাচে ৭ উইকেট হারিয়ে ৯৫১ রান করে বেলুচিস্তানের বিপক্ষে।

ক্যারিয়ারে এটাই আফতাবের সেরা ইনিংস। জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট খেলতে পেরেছেন মাত্র দুটি।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে আফতাদের প্রথম শ্রেণির অভিষেক হয়। প্রথম ম্যাচেই তিনি জানিয়ে দেন, নিজের আগমণী বার্তা। অপরাজিত ৭৭ রান করার পাশাপাশি নেন ১২ উইকেট। ১৯৬৯ সালে যে পারফরম্যান্সের ওপর ভর

করে হায়দরাবাদ ব্লুজের বিপক্ষে সহজ জয় পেয়ে যায় পিডব্লিউডি।

সে সময় পাকিস্তানের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়াটা ছিল দুর্বোধ্য ব্যাপার। সে সময় সাকিব মাহমুদ, মাজিদ খান, জহির আব্বাস, আসিফ ইকবাল, মুস্তাক মোহাম্মদ এবং তাদের পরপরই জাভেদ মিয়াঁদাদদের মতো তারকারা খেলত দলটিতে।

১৯৬৯ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেকের পর তিনি দ্বিতীয় টেস্ট খেলার সুযোগ পান ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লাহোরের গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে। ওই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ রান করে পাকিস্তানকে ড্র করতে সহায়তা করেন।

বোর্ডের সঙ্গে ২ দফা মিটিং, তারপরও তামিমের না

চোটের কারণে ২০২১ সালের বড় এক অংশ কেটেছে মাঠের বাইরে। ২০২২ সালের শুরুতেই তামিম ইকবাল নিয়েছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানানোর মত এক সিদ্ধান্ত। বিসিবির সঙ্গে বারবার বৈঠকের পরও তামিম তার সিদ্ধান্তে অনড় বলে জানা গেছে।

বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস বলেন, ‘২৪ জানুয়ারি তামিমের সাথে আমাদের লম্বা একটা মিটিং হয়েছে। ২৫ জানুয়ারি আবারও বোর্ড সভাপতিসহ আমাদের একটা মিটিং হয়েছে- তামিম ও তার পরিকল্পনা নিয়ে।

তামিম তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই ক্রিকেট ক্যারিয়ারের বাকি সময়টুকু সাজাতে চান, যেখানে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির জন্য কোনো জায়গা নেই। জালাল ইউনুস বলেন, ‘তামিমের পরিকল্পনাটা আমি বলতে পারছি না, আপনারা তামিমের মুখেই শুনতে পারবেন। তবে তার নিজস্ব একটা পরিকল্পনা আছে। সে সেভাবেই এগোতে চাচ্ছে। কাজেই এ বিষয়ে আমরা এখনই কিছু বলতে চাচ্ছি না।’

তিনি আরও বলেন ‘অবশ্যই, আমরা তো চাই তামিম টি-টোয়েন্টি চালিয়ে

যাক। এটা আমি আগেও বলেছি- তামিম সাকিব, মুশফিক, রিয়াদ ওরা এখনও আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তামিমের সাথে কথা বলেছি।’

শাহীন আফ্রিদি একজন ভালো অধিনায়ক হবে: ফখর জামান

পাকিস্তানের জাতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটার ফখর জামান এবারের পাকিস্তান সুপার লিগের (পিসিএলে) ফ্র্যাঞ্চাইজি লাহোর কালান্দার্সের (এলকিউ) হয়ে খেলবেন। এই টপ অর্ডার ব্যাটার তার নতুন অধিনায়ক ও তরুণ শাহীন শাহ আফ্রিদির অধীনে একটি নতুন লাহোর কালান্দার্স নিয়ে আশাবাদী। শাহীন আফ্রিদি একজন ভালো অধিনায়ক হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ৩১ বছর বয়সি ফখর জামান বলেন, আমি আশা করি শাহীন শাহ আফ্রিদি লাহোর কালান্দার্সের ভক্তদের হতাশ করবে না এবং অবশ্যই ভক্তদের ভালো কিছু দেবে।

তিনি বলেন, আমাদের ভক্তরা খুব সাহসী এবং বড় হৃদয়ের অধিকারী। তারা আমাদের সর্বদা সমর্থন করে আসছে। দলটি নিয়ে আমি খুব আত্মবিশ্বাসী কারণ আমরা একজন নতুন অধিনায়কের অধীনে আছি, যিনি খুব উদ্যমী। জামান বলেন, আমি শাহীন আফ্রিদিকে অনেক দিন ধরে চিনি, আমি আশা করি সে একজন ভালো অধিনায়ক হবে। সে খুব দ্রুত শিখবে এবং লাহোর কালান্দার্সের ভক্তদের নিরাশ করবে না।

তিনি বলেন, আমি আশা করি তার অধিনায়কত্ব লাহোর কালান্দার্সের ভাগ্যের পরিবর্তন আসবে। ফখর বলেন, পিএসএল টুর্নামেন্টে খেলোয়াড় এবং ভক্তদের জন্য বহু প্রতীক্ষিত ক্রিকেট ইভেন্ট, এবারের শীর্ষ স্কোরার হওয়ার জন্য এবং টুর্নামেন্টে ভালো খেলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

তিনি বলেন, আমি কখনও পিএসএলে শীর্ষ রান সংগ্রকারী হতে পারিনি।

তবে এবার আমি পিএসএলে টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটারের পুরস্কার জিততে চাই এবং আমি অবশ্যই আমার দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করার চেষ্টা করব। ২০২১ সালের কথা স্মরণ করে ফখর বলেন, পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য একটি স্মরণীয় বছর ছিল ২০২১ সাল। কারণ দলের সবাই ভালো করেছে এবং পাকিস্তান অনেক ম্যাচ জিতেছে।

ফখর বলেন, পাকিস্তান দল যেভাবে একত্রিত হয়েছে, তা সত্যি অসাধারণ এবং প্রতিটি খেলোয়াড় একে অপরকে সমর্থন করছে। তিনি সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের প্রশংসা করে বলেন, বাবর নিজের পারফরম দ্বারা সবার জন্য একটি মান তৈরি করেছেন। সবাই তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়।

তিনি বলেন, এটি একটি ভালো লক্ষণ যে, আমাদের দলে অনেক ম্যাচ বিজয়ী রয়েছে, আমাদের বোলিংয়ে শীর্ষ পারফরমার রয়েছে, ভালো মানের ব্যাটার রয়েছে এবং এটি সত্যিই উপভোগ্যের বিষয় দলের জন্য। তিনি আরও বলেন, আমি বেশ উপভোগ করছি এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য এ দলের সঙ্গে থাকতে চাই এবং পাকিস্তানের সাফল্যে আরও অবদান রাখতে চাই।

সাকিবের মতো একই ভুল, ফেঁসে যাচ্ছেন ব্রেন্ডন টেইলর

জিম্বাবুয়ের জাতীয় দলের ক্রিকেটার ব্রেন্ডন টেইলর সোমবার টুইটারে জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে ভারতে গিয়ে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জন্য এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন তিনি। তবে টেইলর দাবি করেছেন, তিনি ফিক্সিংয়ে জড়াননি।

বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা আছে, যদি কোনো ক্রিকেটার ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পান তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গে আইসিসির এন্টি করাপশন ইউনিটকে জানাতে হবে। যদি কেউ না জানান তাহলে তাকে বড় রকমের শাস্তির মুখে পড়তে হবে।

ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও সেটি আইসিসিকে সময়মতো জানানটি টাইগার অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। এই কারণে ২০১৯ সালে সাকিবকে দুই

বছরের নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। পরবর্তীতে যা এক বছরে কমিয়ে আনা হয়।

সাকিবের মতো ব্রেন্ডন টেইলর আইসিসিকে সময়মতো ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পাওয়ার বিষয়টি জানাননি। তিনি টুইটের মাধ্যমে আজই বিষয়টি প্রকাশ্যে আনলেন। আর সাকিবের মতো একই ভুল করে এখন ৩৫ বছর বয়সী টেইলরকেও পড়তে হবে বড় শাস্তির মুখে।

দীর্ঘ এক টুইটারে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ব্রেন্ডন টেইলর জানিয়েছেন, তাকে জিম্বাবুয়েতে একটি টি-টোয়েন্টি লিগ ও স্পন্সরশিপের জন্য দেখা করার জন্য অনুরোধ করেন এক ভারতীয় ব্যবসায়ী। কিন্তু সেখানে গিয়ে ফেঁসে যান তিনি। তাকে কোকেইন সেবন করিয়ে সেটির ভিডিও করে বলা হয়, ম্যাচ ফিক্সিং করতে। নয়ত কোকেইন সেবনের ভিডিওটি ছড়িয়ে দেয়া হুমকি দেয়া হয়।

ঘটনাটির বিস্তারিত জানিয়ে টুইটারে টেইলর লিখেছেন, ২০১৯ সালের অক্টোবরের শেষদিকে, আমাকে ভারতের এক ব্যবসায়ী অনুরোধ করে জিম্বাবুয়েতে একটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজনের স্পন্সরশিপের বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনায় বসতে। আমাকে বলা হয়েছিল ১৫ হাজার ডলার পাবো।’

‘আমি সেটাকে প্রত্যাখান করতে পারিনি কারণ ভীত ছিলাম। কিন্তু সময়টাও এমন ছিল যখন জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড ছয় মাস আমাদের বেতন দিতে পারছিল না। এটাও নিশ্চিত ছিলাম না জিম্বাবুয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট চালিয়ে যেতে পারবে নাকি। তাই আমি ভারতে যাই। আলোচনাও হয়, আমরা একটা ডিনারে বসি।’

‘সেখানে সে ড্রিংকস নিয়ে হাজির হয়। একই সঙ্গে আমাকে কোকেইন খাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, আমি সেটা কিছুটা গ্রহণও করে ফেলি বোকার মতো। আমি এরপর অনেকবার সেটাতে ফিরে গেছি। আমার পেটে এখনও অসুস্থতা বোধ করি। তারা কীভাবে আমার সঙ্গে ওই রাতে খেলল, সেটা নিয়ে ভাবি।’

‘পরের দিন সকালে ওই একই লোক আমার হোটেলের রুমে আসে আর একটা ভিডিও দেখায় কোকেইন খাওয়ার। সে আমাকে বলে, যদি আমি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাদের জন্য স্পট ফিক্সিং না করি। তাহলে তারা ভিডিওটি ছড়িয়ে দেবে।’

‘আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমার হোটেল রুমে ছয় জন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, নিজেকে নিয়েই ভয়ে ছিলাম। আমি তাদের ফাঁদে পা দিলাম। আর ধীরে

ধীরে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলাম যেটা ক্যারিয়ারটাকে শেষ করে দিল।’

‘আমাকে ১৫ হাজার ডলার ঠিকই দেওয়া হলো কিন্তু সঙ্গে এটাও বলা হলো যে এটা একটা ডিপোজিট ফিক্সিংয়ের জন্য। যদি কাজটা হয়ে যায়, তাহলে আরও ২০ হাজার ডলার পাবো। আমি টাকাটা নেই, যেন প্ল্যানে উঠে ভারত ছাড়তে পারি। আমার মনে হয়েছিল আর কোনো বিকল্প নেই। কারণ সেখানে না বলার মতো অবস্থা ছিল না। আমি তখন কেবল সেখান থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার কথাই ভেবেছি।’

বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার রিজওয়ান

২০২১ সালের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হিসেবে পাকিস্তানের রিজওয়ানের নাম ঘোষণা করেছে আইসিসি। গত বছর ফর্মের তুঙ্গে থাকা মোহাম্মদ রিজওয়ানই নির্বাচিত হয়েছেন ২০ ওভারের ক্রিকেটে বর্ষসেরা ক্রিকেটার।

২০২১ সালে ২৯টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন রিজওয়ান। এই পাকিস্তানি তারকা ৭৩.৬৬ গড়ে রান করেছেন ১৩২৬।

উইকেটের পেছনে ডিসমিসাল আছে ২৪টি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি এক বছরে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের রেকর্ড তিনি ভেঙে ফেলেছিলেন সেই জুলাই মাসেই।

বর্ষসেরার লড়াইয়ে রিজওয়ান পেছনে ফেলেছেন ইংল্যান্ডের জস বাটলার, অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ ও শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।

স্কটল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশের মেয়েরা

কমনওয়েলথ গেমসের বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক মালয়েশিয়াকে ও দ্বিতীয় ম্যাচে কেনিয়াকে বড় ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দল। বড় জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে তৃতীয় ম্যাচেও। রবিবার সকালে স্কটল্যান্ডকেও উড়িয়ে দিয়েছে সালমা-মুর্শিদারা। বাংলাদেশ জিতেছে ৯ উইকেটে।

কুয়ালালামপুরের কিনরারা একাডেমি মাঠে বাংলাদেশের জয়ের লক্ষ্য ছিল মাত্র ৭৮। ১৫ দশমিক ২ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় নিগার সুলতানার দল। অবশ্য রান তাড়া করতে নেমে প্রথম বলেই উইকেট হারায় বাংলাদেশ। অধিনায়ক ক্যাথরিন ব্রাসির বলে উইকেটের পেছনে সারা ব্রাসির হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন শামীমা সুলতানা। মুর্শিদা ৫৫ বলে ৬টি চার ও ১ ছক্কায় অপরাজিত ৫০ রান করেন। ৩৬ বলে ১ চারে অপরাজিত ২০ রান করেন ফারজানা।

এর আগে, টস জিতে ব্যাট করতে নামা স্কটল্যান্ডের ইনিংস গুটিয়ে যায় ৭৭ রানে। বল হাতে বাংলাদেশের সালমা খাতুন, সুরাইয়া আজমিন, নাহিদা আক্তার ও সানজিদা আক্তার মেঘলা ২টি করে উইকেট নেন। ১টি উইকেট নেন রিতু মনি। বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে আগামীকাল সোমবার সকালে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল।

গাংনীতে বঙ্গবন্ধু ভলিবল টুর্ণামেন্ট

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রজহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ভলিবল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুর ১২ টায় গাংনী ফুটবল মাঠে এ খেলার উদ্বোধন করেন

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে ‘মাদক ছেড়ে খেলতে চল খেলায় বাড়ায় মনোবল’ এই শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে এ টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপি টুর্ণামেন্টে ১২টি দল অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল। প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য মোহামামদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এসময় গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার,নজরুল ইসলাম,কাথুলী ইউপি আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মোজাম্মেল হক,সাবেক যুবলীগ নেতা আব্দুস সালাম,আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু,গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু,পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গাংনী পৌর যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জল। রেফারির দায়িত্বে ছিলে আবু সায়েম পল্টু।

ঢাকার চেয়েও বড় ঝড় তুলে ম্যাচ জিতে নিল খুলনা

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে শুক্রবার দ্বিতীয় ম্যাচে মিনিস্টার ঢাকাকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে খুলনা টাইগার্স। ম্যাচটিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ঝড় তুলে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮৩ রান করে ঢাকা। কিন্তু তাদের চেয়েও বড় ঝড় তুলে ১৯ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নিয়েছে মুশফিকুর রহিমের খুলনা।

ঢাকার মোহাম্মদ শেহজাদের ২৭ বলে ৪২, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ২০ বলে ৩৯ ও তামিম ইকবালের ৪২ বলে ৫০ রানের সুবাদে ১৮৩ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা দাঁড় করায়। বোলিংয়ে খুলনার হয়ে সর্বোচ্চ তিনটি

উইকেট তুলে নিয়েছিলেন কামরুল ইসলাম রাব্বি।

কিন্তু জবাবে খুলনার আন্দ্রে ফ্লেচার ২৩ বলে ৪৫, রনি তালুকদার ৪২ বলে ৬১ ও থিসারা পেরেরা ১৮ বলে ৩৬ রানের ঝড়ো ইনিংসে এক ওভার আগেই ম্যাচ জিতে খুলনার টাইগাররা।

খুলনার হয়ে সবচেয় বড় ঝড়টা তুলেন রনি তালুকদার। তিনি ওয়ান ডাউনে খেলতে নেমেই রানের সংখ্যা মাথায় রেখে খেলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি থামেন ৬১ রান করে।

ঢাকার হয়ে সবচেয়ে বেশি রান দিয়েছেন রুবেল। তিনি মাত্র তিন ওভার বল করেই ৪২ রান খরচ করে ফেলেন। বিনিময়ে কোনো উইকেট পাননি।

ঢাকার হয়ে দুইটি করে উইকেট তুলে নেন আন্দ্রে রাসেল ও এবাদত হোসেন। তবে রাসেল চার ওভারে ৪২ রান দিয়ে ফেলেন। এবাদত ২৭ রান দিয়ে দুইটি উইকেট পান।

কানাডাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখল বাংলাদেশের যুবারা

চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এবারের অনুর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে ঘিরে অনেক আশা।

বর্তমান চ্যাম্পিয়নের খেতাব নিয়ে খেলতে নেমে এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খায় বাংলাদেশ দল। ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে ইংল্যান্ডের কাছে হারে । তবে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কানাডাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখল বাংলাদেশের যুবারা।

ইফতির ৮৭ রানের হার না মানা ইনিংসের সঙ্গে আইচ মোল্লার অপরাজিত ১৫ রানের কল্যাণে ৮ উইকেটের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

টস জিতে আগে ব্যাট করতে নামে কানাডা অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বাংলাদেশি বোলারদের বোলিংয়ের মুখে সুবিধা করতে পারেনি তারা। ৪৫ ওভার ব্যাট করে গুটিয়ে যায় ১৩৬ রানে। বাংলাদেশের পক্ষে রিপন মণ্ডল ও মেহেরাব হোসেন অহীন নেন সমান চারটি করে উইকেট। বাকি দুটি নেন আশিকুর জামান।

১৩৭ রানের লক্ষ্য টপকাতে নেমে ইফতেখার হোসেন ইফতির ফিফটি ও প্রান্তিক নওরোজ নাবিল ৩৩ রানের ইনিংসে ৮ উইকেট এবং ১১৯ বল হাতে রেখেই জয়ে দিকে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা।

এদিন ব্যাট করতে নেমে পাওয়ার প্লের ১০ ওভারে কোনো উইকেট হারায়নি তারা। তবে ১১তম ওভারের প্রথম বলেই রিপন মণ্ডলের শিকার হয়ে সাজঘরে ফেরেন জাশ শাহ। ২৭ বল খেলে ৮ রান করেন এই ওপেনার। অপর প্রান্তে অনুপ চাকমা সাবধানে খেলতে থাকেন।

তবে তাকে দর্শকের ভূমিকায় রেখে সতীর্থরা একে একে ফিরতে থাকেন সাজঘরে। ১২৬ রানে অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে অনুপ সাজঘরে ফেরার আগে ১১৭ বলের মোকাবিলায় ৬৩ রান করেন। যেখানে ৭টি চার আসে তার ব্যাট থেকে। পরে কানাডা থামকে যায় ১৩৬ রানে।

জবাব দিতে ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম আউট হন ১২ রান করে। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে দলকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান ইফতি ও প্রান্তিক। দ্বিতীয় উইকেটে তাদের পার্টনারশিপ থেকে আসে ৭৬ রান। প্রান্তিক ৫২ বল খেলে ৩৩ রানে আউট হলে ভাঙে তাদের জোড়া। পরে ফিফটি তুলে নেন ইফতি। অপরাজিত থাকেন ৬১ রান করে।

কোর্টচাঁদপুরে স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা !

করোনা মহামারীর নতুন ভেরিয়েন্ট ওমিক্রন বেড়ে গেলেও স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরুত্ব উপেক্ষা করে ক্রীড়া পরিদপ্তরের

বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া অফিস আয়োজন করলো অ্যাথলেটিক্স ও গ্রামীণ খেলাধুলা প্রতিযোগিতা।

বুধবার সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলার জালালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীরা ২২ টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করে। যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সহ অতিথি ও আগত দর্শনার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরুত্বর কোন বালাই ছিল না।

মহামারী করোনায় কমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে এমন আয়োজনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকসহ এলাকার সূধীজন। করোনা মহামারি থেকে সুরক্ষা দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে সরকার নীতিমালা আরোপ করেছেন। এখনো পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের কে টিকার আওতায় আনতে পারেনি স্বাস্থ্য বিভাগ। সেখানে জেলা ক্রীড়া অফিস কিভাবে সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে এমন আয়োজন করলো? এমন প্রশ্ন সচেতন মহলে।

অ্যাথলেটিক্স ও গ্রামীণ খেলাধুলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, নির্দেশনার পূর্বেই আয়োজনের শিডিউল ছিল। যার ফলে জেলা ক্রীড়া অফিস এমন আয়োজন করেছে। তবে এ ধরনের আয়োজন আর হবে না।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রতিযোগিতার আয়োজক জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন, যারা খেলা ধুলা করে মূলত এদের ইউনিটি পাওয়ার অনেক বেশি। বর্তমানে যে পরিস্থিতি, এর আগেই অ্যারেজমন্টে করা। খেলা ধুলার কোন বিধি নিষেধ নেই। তবে স্বাস্থ্যবিধি মানতে বলা হয়েছে, কিন্তু বাচ্চারা মানে নাই।